

বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও ট্রিক

বাংলার ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলী ও অভিধান লেখক-

পরীক্ষায় ১ নম্বরের জন্য প্রায় আসে বাংলা ভাষা বিষয়ক বইটি কে লিখেছেন? মনে রাখা কঠিন কার কোন বই। এ ঝামেলা এড়াতেই আমার ছোট প্রয়াস। যে যেভাবে পারেন মনে রাখেন।

→	বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থের নাম- ভাষা ও সাহিত্য-দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৯৬ সালে)
→	গোরা = গো = গৌড়ীয় ব্যাকরণ রা = রাজা রামমোহন রায়
→	ভাই কথা হলো বাবা শহীদ হয়েছে, ভাই = বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত কথা = বাংলা সাহিত্যের কথা বাবা = বাংলা ভাষার ব্যাকরণ শহীদ = ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
→	ভাই সুক নাই ভাই = বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত সুক = সুকুমার সেন
→	এর নাম মনীষা মঞ্জু নাম = ড. এনামুল হক মনীষা = মনীষা মঞ্জু মঞ্জু = ব্যাকরণ মঞ্জুরী।
→	হাই (উচ্চ) সাধ হাই = মুহাম্মদ আব্দুল হাই সা = ভাষা ও সাহিত্য ধ = ধর্মবিজ্ঞান ও বাংলা ধর্মনিরপেক্ষতা
→	ঠাকুর শপ (বিছানা) দিল ঠাকুর = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ = শব্দতত্ত্ব প = বাংলা ভাষার পরিচয়
→	ও নীতি প্রকাশ করল ও = ওডিবিএল (ODBL) নীতি = ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ = ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ
→	কেউ ভাব (উল্টো দিক হতে) কেউ = উইলিয়াম কেরী ভাব = বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
→	ইশ্বর শব্দ মঞ্জুর করো ইশ্বর = ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শব্দ মঞ্জুর = শব্দ মঞ্জুরী
→	সশ দিয়ে খাও স = প্রথম বাংলা থিসরাস বা সমার্থক শব্দের অভিধান (স) শ = অশোক মুখোপাধ্যায় (শ)
→	শহীদদের আঞ্চলিক টান বেশি

	শহীদ = ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক = আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
→	শরীফ সংক্ষিপ্ত কথা বলে শরীফ = আহমদ শরীফ (মৃত্যু- ১৯৯৯) সংক্ষিপ্ত = বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
→	প্রজা প্র = প্রমিত বাংলা বানান অভিধান জা = জামিল চৌধুরী

প্রাচীন যুগ (৯৫০-১২০০খ্রি.)

◆◆◆	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদের আবিষ্কৃত পুথিটির নাম- 'চর্য্যচর্য্যবিনিন্দ্য'
◆◆◆	⇒ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ৯৫০-১২০০ খ্রি. মাগধী প্রাকৃত থেকে, ⇒ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ৬৫০-১২০০ খ্রি. গৌড়ী প্রাকৃত থেকে...
◆◆◆	চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ (১৩টি) রচনা করেন - কাহ্ন পা, তার রচিত পদগুলি হলো- ৭,৯,১০,১১, (১২) ১৩,১৮,১৯,২৪,৩৬,৪০,৪২,৪৫।
◆◆◆	চর্যাপদের আদি কবি লুইপার পদ ২টি যথা- ১ নং ও ২৯ নং
◆◆◆	চর্যাপদ হলো- বৌদ্ধ সহজিয়াদেন সাধন সঙ্গীত, এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
◆◆◆	⇒ চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন- প্রবোধকুমার বাগচী- ১৯৩৮ সালে। ⇒ চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৭ সালে।
◆◆◆	চর্যাপদে অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন- ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত (১৯৪৬ সালে)
◆◆◆	চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন- মুনিদত্ত।
◆◆◆	প্রথম বাঙালি হিসেবে পূর্ণাঙ্গ পদ রচনা করেন- লুইপা, যাকে আদি কবি বলা হয়। তার রচিত পদ ২টি হলো- ১ ও ২৯ নং।
◆◆◆	মহিলা কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয় কুঙ্করিপা কে। তার রচিত পদের সংখ্যা ৩টি। যথা- ২,২০,৪৮ নং পদ
◆◆◆	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে চর্যাপদের প্রাচীন কবি শবর পা, তার রচিত পদ ২টি, যিনি বাংলাদেশের লোক ছিলেন।
◆◆◆	নাম থাকলেও পদ পাওয়া যায় নি লাড়িডোয়ী পার
◆◆◆	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে 'হাজার বছরের পুরাণ

ইনসেপশন টিমের উদ্যোগে ৪০ দিনে ৪০তম বিসিএস প্রস্তুতির পরিকল্পনা০২

	বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা ' প্রকাশিত হয় - ১৯১৬ সালে- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়।
◆ ◆ ◆	পদ পাওয়া যায় নি-২৩ নং এর অর্ধেক (ভুসুক পা) ২৪ নং- কারু পা ২৫ নং- তন্ত্রী পা ৪৮ নং- কুকুরী পা
◆ ◆ ◆	চর্যাপদ রচিত হয় - পাল আমলে

মধ্যযুগ

◆ ◆ ◆	গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য + হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের কথা বর্ণিত 'শূন্যপুরাণ' এর রচয়িতা হলেন- রামাই পণ্ডিত
◆ ◆ ◆	'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কার করেন- বসন্তরঞ্জন রায় দ্বিধনুভ ১৯০৯ সালে। আর রচয়িতা হলেন বড় চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ুয়া।
◆ ◆ ◆	'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে (১৩টি খণ্ডে) রাধা হলো মানবাত্মার প্রতীক আর কৃষ্ণ হলো- পরমাত্মার বা শ্রুতার প্রতীক। বড়ুই হলো- প্রেমের দূতি
◆ ◆ ◆	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল/সম্পদ হলো- বৈষ্ণব পদাবলি,এর অধিকাংশ পদ রচিত হয় ব্রজবুলি ভাষায়, যার আদিকবি হলেন- চণ্ডীদাস/অনন্ত বড়ুয়া, বৈষ্ণব পদাবলির বাঙালি কবি হলেন-চণ্ডীদাস/বড়ু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস অবাঙালি কবি হলেন- বিদ্যাপতি,যিনি মিথিলার কবি, বৈষ্ণবদের মতে রস ৫ প্রকার
◆ ◆ ◆	বড়ু চণ্ডীদাস বা চণ্ডীদাস/অনন্ত বড়ুয়া এর বিখ্যাত উক্তি হলো-“হনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”, “সই কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া” (মনে রাখুন- চণ্ডীদাসের আঙ্গিনায় মানুষ)
◆ ◆ ◆	“রূপ লাগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর” “সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু অনলে পুড়িয়া গেল” কবি- জ্ঞানদাসের বিখ্যাত উক্তি (মনে রাখুন- আঁখির জ্ঞান পুড়ে গেল)
◆ ◆ ◆	কৌশলে মনে রাখি মঙ্গলকাব্যের কবির নাম ও আদি কবি, শ্রেষ্ঠকবি-
◆ ◆ ◆	মঙ্গলকাব্যের মূলধারা ৩টি যথা- ⇒ মনসামঙ্গল হলো প্রাচীনতম শাখা (দেবদেবীর

	জয়গান, চরিত্র- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর) , ⇒ চণ্ডীমঙ্গল (চণ্ডীদেবীর কাহিনী, চরিত্র-কালকতু,ফুল্লুরা,লহনা) , ⇒ অন্নদামঙ্গল ৩টি খণ্ডে বিভক্ত (চরিত্র- হীরামালিনী, ইশ্বরপাটনী, বিদ্যাসুন্দর)
	♥মনসামঙ্গল কাব্যের কবিগণ- ⇒ মন বিজয় হল নাহ বংশী কে বাজিয়েও। মন = মনসামঙ্গল বিজয় = বিজয়গুপ্ত, বি = বিপ্রদাস পিপলাই না = নারায়ণ দেব হ = কানা হরিদত্ত বংশী = দ্বিজ বংশীদাস কে = কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ⇒ কানা মন কা = কানা হরিদত্ত (আদি কবি) না = নারায়ণ দেব (শ্রেষ্ঠ কবি) মন = মনসামঙ্গল
◆ ◆ ◆	♥চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি- ⇒ মানিক চুমু দিস (পড়ুন দ্বিজ) মানিক = মানিক দত্ত (আদি কবি) চু = চণ্ডীমঙ্গল মু = মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (শ্রেষ্ঠ কবি-কবিকঙ্কন) দিস = দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব
◆ ◆ ◆	অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবিগণ- অন্নদামঙ্গল কাব্যধারার প্রধান কবি- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০) ⇒ তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি, ⇒ মধ্যযুগের প্রধান ও শ্রেষ্ঠকবি, সর্বশেষ কবি ⇒ তার রচিত মঙ্গলকাব্য হলো- অন্নদামঙ্গল (নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে রচিত) ⇒ তার বিখ্যাত উক্তি- “নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়াই?” “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন” “বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে চাঁদ” “কড়িতে বাঘের দুধ মেলে” “হাভাতে যদিচি চায়, সাগর শুকায়ে যায়” “আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে” উক্তি- ইশ্বরপাটনীর তবে রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়ের।

ইনসেপশন টিমের উদ্যোগে ৪০ দিনে ৪০তম বিসিএস প্রস্তুতির পরিকল্পনা০৩

◆◆◆	মর্সিয়া আরবী শব্দ- অর্থ শৌকগাথা মর্সিয়া সাহিত্যের আদিকবি -শেখ ফয়জুল্লাহ (জয়নবের চৈতিশা)
◆◆◆	⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, ⇒ তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা ⇒ তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন ⇒ মল্লয়া ও দস্যকেনারামের পালা' ময়মনসিংহের গীতিকা ২টির রচয়িতা তিনি।
◆◆◆	⇒ বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের সংমিশ্রণে নাথ সাহিত্যের উৎপত্তি ⇒ নাথ সাহিত্যের আদিকবি - শেখ ফয়জুল্লাহ (গোরক্ষ বিজয়)
◆◆◆	বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদকের নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর, তবে শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কুশীরাম দাস।
◆◆◆	⇒ সপ্তপয়কর, সিকান্দারনামা, সয়ফুলমূলক- বদিউজ্জামান, তোহফা (নীতিকাব্য) আলাওল অনুবাদ করেন- ফারসি ভাষা হতে। ⇒ মালিক মোহাম্মদ জায়সীর হিন্দি ভাষায় রচিত 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে আলাওল রচনা করেন- পদ্মাবতী ⇒ 'প্রেম বিনে ভাব নাই ভাব বিনে রস, ত্রিভুবনে যাহা দেখি প্রেম ছনতে বম' পদ্মাবতী
◆◆◆	বাংলার মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর অনুদিত গ্রন্থের নাম ইউসুফ- জুলেখা
◆◆◆	⇒ বাংলা সাহিত্যে একটি কবিতা/পদ্ধতি না লিখেও যার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে- শ্রীচৈতন্যদেব। ⇒ বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ- চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবন দাসের)
◆◆◆	"নানান দেশের নানান ভাষা , বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?- নিধুবাবু/রামনিধিগুপ্ত, যিনি টপ্পাগানের জনক
◆◆◆	বাংলা সাহিত্যের কবিয়াল হলেন - গোঁজলা গুই (কবিগানের প্রথম কবি), এন্টিনি ফিরিস্জি, নিধুবাবু, দাশরথি রায়, নিতাই বৈরাগী, হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে।
◆◆◆	পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক- সৈয়দ হামজা
◆◆◆	⇒ পুঁথি সাহিত্যের স্বার্থক ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন- ফকীর গরীবুল্লাহ ⇒ তার রচিত কাব্যের নাম ' আমীর হামজা'
◆◆◆	⇒ যুগসন্ধিক্ষণ এর সময়কাল ১৭৬০-১৮৬০ ⇒ যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়- ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে

◆◆◆	ঠাকুর মার বুলি, ঠাকুর দাদার বুলি-দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের রূপকথা
◆◆◆	⇒ ময়মনসিংহের গীতিকা গুলোর সংগ্রাহক- চন্দ্রকুমার দে। ⇒ 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা দ্বিজ কানাই ⇒ 'দেওয়ানা মদিনা' মনসুর বয়াতি
◆◆◆	" নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, চৌধুরীর লড়াই, ভেলুয়া" এগুলি হল- পূর্ববঙ্গ গীতিকার পালা (এ কয়েকটা মনে রাখলে ময়মনসিংহ গীতিকা এমনি সনাক্ত করা যাবে)
◆◆◆	ভাওয়াইয়া হলো রংপুর অঞ্চলের গান, গম্ভীরা- চাপাইনবাবগঞ্জ ভাটিয়ালী- ময়মনসিংহ
◆◆◆	শাক্ত পদাবলির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি- রামপ্রসাদ সেন

আধুনিক যুগ (১২০১-বর্তমান)

◆◆◆	বাংলা সাহিত্যে গদ্যের বিকাশ ঘটে- উনিশ শতকে, গদ্য প্রতিষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর অবদান বেশি।
◆◆◆	বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম- কথোপকথন (১৮০১)
◆◆◆	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু করা হয়- ১৮০১ সালে।
◆◆◆	বাংলার কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ হলো-কৃপার শস্ত্রের অর্থভেদ (মানুয়েল আসস্যাম্পুসাও)
◆◆◆	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যতম লেখক হলেন- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুন্শি, তানিগীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।
◆◆◆	শ্রীরামপুর মিশন হতে প্রকাশিত পত্রিকার নাম- 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ'
◆◆◆	উইলিয়াম কেরী- ⇒ রামরাম বসুর নিকট হতে বাংলা শিখেছিলেন, এ জন্য রামরাম বসু কে বলা হয় কেরী সাহেবের মুন্শি । ♥ কেরি কই কেরি ⇒ উইলিয়াম কেরি ক = কথোপকথন (১৮০১) ই = ইতিহাসমালা (১৮১২- বাংলা সাহিত্যের প্রথম গল্পগ্রন্থ)
◆◆◆	♥ রামরাম বসু ট্রিক- রাজা বসলি রাজা ⇒ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

ইনসেপশন টিমের উদ্যোগে ৪০ দিনে ৪০তম বিসিএস প্রস্তুতির পরিকল্পনা০৪

	বস ⇒ রামরাম বসু লি ⇒ লিপিমাল (১৮০২-বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র সাহিত্য)		⇒ তার রচিত শ্রেষ্ঠ নাটক ও বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি নাটক- কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
♦ ♦ ♦	♥ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ⇒ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শ্রেষ্ঠ লেখক তিনি ⇒ তিনি বেশি গ্রন্থ মোট ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। ♣ ট্রিক - রাজা হলে ৩২বার বেদ বিদ্যা পড়তে হতো চন্দ্র রাতে.... রাজা ⇒ রাজাবলি (১৮০১৮) ৩২ বার ⇒ বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) বেদ⇒ বেদান্ত চন্দ্রিকা (১৮০৭) বিদ্যা ⇒ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হতো ⇒ হিতোপদেশ (১৮০৮) চন্দ্র ⇒ প্রবোধ চন্দ্রিকা	♦ ♦ ♦	♣ দীনবন্ধু মিত্র ⇒ দীনবন্ধু মিত্রের উপাধি ‘রায়বাহাদুর’, ‘সধবার একাদেশী’ (১৮৬৬) হলো তার রচিত একটি প্রহসন ⇒ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানা ‘বাংলা প্রেস’ হতে ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি প্রকাশিত হয়-১৮৬০ সালে।
	রাজা রামমোহন রায়- ⇒ তিনি ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ⇒ সতীদাহ প্রথা বিলোপসাধন করেন ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিনক এর সহায়তায় ⇒ বেদান্ত গ্রন্থ- বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ ⇒ বেদান্ত সার (১৮১৫) ⇒ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ- গৌড়ীয় ব্যাকরণ।	♦ ♦ ♦	Ω বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- (১৮৩৮-১৯৯৪) ⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হলো- দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), ⇒ ‘কমলাকান্ত’ তার ছদ্মনাম, তাকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জনক/স্থপতি। তার সম্পাদিত পত্রিকার নাম ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২)। ⇔ তার উপন্যাসের চরিত্র গুলো মনে রাখার ট্রিক- ♦ দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)- চরিত্র- নন্দিনী বিআ জতিন কে কর। নন্দিনী ⇒ দুর্গেশনন্দিনী বি ⇒ বিমলা আ ⇒ আয়েশা জ ⇒ জগৎসিংহ তিন ⇒ তিলোত্তমা ♣ কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)-প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস চরিত্র- বিবি কুমারের কপাল পুড়ল বিবি ⇒ মতিবিবি কুমারের ⇒ নবকুমার কপাল ⇒ বপালকুণ্ডলা Ω কৃষ্ণকান্তের উইল -(১৮৭৮) -শ্রেষ্ঠ উপন্যাস চরিত্র- রোহিণী লাল সূর্যে কৃষ্ণ হলো- রোহিণী → রোহিণী লাল → গোবিন্দ লাল কৃষ্ণ → কৃষ্ণকান্তের উইল ♥ বিষবৃক্ষ -(১৮৭৩)- সামাজিক উপন্যাস চরিত্র- সূর্য নগন্য ব্যাপারে কান্দন কর না বৃক্ষের তলে। সূর্য ⇒ সূর্যমুখী নগন্য ⇒ নগেন্দ্রনাথ কান্দন ⇒ কুন্দনন্দিনী বৃক্ষ ⇒ বিষবৃক্ষ
♦ ♦ ♦	♥ হরপ্রসাদ রায়- ⇒ ‘পুরুষ পরীক্ষা’ তার রচিত গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সর্বশেষ রচনা -১৮১৫		
♦ ♦ ♦	রামমোহন রায় + উইলিয়াম কেরির প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় -১৮১৭ সালে (হেস্টিংস)		
♦ ♦ ♦	‘ইয়ংবেঙ্গল’ গোষ্ঠির মুখপাত্র হিসেবে ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রিকার প্রকাশিত হয়।(দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়)		
♦ ♦ ♦	মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯২৬ সালে		
অন্যান্য তথ্য			
♦ ♦ ♦	♦ ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ⇒ বাংলা সাহিত্যে প্রথম যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বাংলা গদ্যের জনক) - বেতাল পঞ্চবিংশতি অনুবাদ গ্রন্থে। ⇒ হিন্দু বিবাহ আইন পাস করান ২৬ জুলাই ১৮৫৬ সালে, লর্ড ডালহৌসীর সহায়তায়।		
♦ ♦ ♦	♥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ⇒ মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর সফল প্রয়োগ ঘটান ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ (১৮৬০) কাব্যে। প্রথম গ্রন্থ-পদ্মাবতী কাব্যে।		

<p>⇔ তার রচিত দ্বয়ী উপন্যাস- মনে রাখার ট্রিক- বন্ধিমের আদেশ আ → আনন্দমঠ (১৮৮২), ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পট দে → দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪-রংপুরের পীরগাছার) স → সীতারাম (১৮৮৭-সর্বশেষ উপন্যাস)</p> <p>⇔ উক্তি- ⇒ “পথিক তুমি পথ হারাইয়াছো- ⇒ “তুমি অধ, তাই বলে আমি উত্তম হইব না কেন? ⇒ “প্রদীপ নিভিয়া গেল”</p>	<p>◆ ◆ ◆</p> <p>রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্র- রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রগুলো মনে রাখার কৌশল যেহেতু আমাদের সকল উপন্যাস পড়ার সৌভাগ্য হবেনা তাই কৌশলে চরিত্র গুলো মনে রাখি।</p> <p>♥ করুণা (অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত উপন্যাস) চরিত্র ট্রিক- MR করুণা দেখাবেন নাহ- M ⇒ মহেন্দ্র, মোহিনী R ⇒ রজনী</p>
<p>◆ ◆ ◆</p> <p>মীর মোশাররফ হোসেন ১৮৪৭-১৯১১) → তার ছদ্মনাম ‘গাজী মিয়া’, কাঙাল হরিনাথ ছিলেন তার সাহিত্য গুরু, তিনি প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যে। → বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার তিনি (বসন্তকুমারী-১৮৭৩) → ‘মোসলেম ভারত’ তার বিখ্যাত কাব্য, ‘জমিদারদর্পণ’ (১৮৭৩) তার বিখ্যাত নাটক</p>	<p>◆ চোখের বালি- (১৯০৩)- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। চরিত্র ট্রিক- MBA চোখের বালি হতে হয়। M → মহেন্দ্র B → বিহারী, বিনোদনী A → আশা</p> <p>♣ গোরা-(১৯১০) ট্রিক- কৃষ্ণ বর পরে আসবে গোল টুপি মাথায় দিয়ে কৃষ্ণ ⇒ কৃষ্ণদয়াল বর ⇒ বরদাসুন্দরী পরে ⇒ পরেশবারু আ ⇒ আনন্দময়ী স ⇒ সূচরিতা বে ⇒ বিনয় গো ⇒ গোরা ল ⇒ ললিতা</p>
<p>◆ ◆ ◆</p> <p>কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) ⇒ মুসলিমদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচিয়ত কায়কোবাদ (কাজম আল কোরেশী) -১৯০৪ সালে, যা পানিপথের ৩য় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ⇒ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ- বিরহ বিলোপ (১৮৭০) ১৩ বছর বয়সে রচিত। ⇒ আযান’ তার বিখ্যাত কবিতা ও অশ্রুমালা হলো তার কাব্যগ্রন্থ</p>	<p>Ω ঘরে- বাইরে-(১৯১৬) চলিত ভাষায় রবির প্রথম উপন্যাস এটি ট্রিক- ঘরে- বাইরে সবিনি (সব নে) স → সন্দীপ বি → বিমলা নি → নিখিলেশ</p>
<p>◆ ◆ ◆</p> <p>রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রয়োজনীয় তথ্য- → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড উপাধি পান ১৯১৫ সালে, ত্যাগ ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। → তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস - ‘বৌ ঠাকুরাণীর হাট’ -১৮৮৩ সালে → নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে (Song Offerings জন্য) → প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প- ভিখারিণী, তবে সার্থক ছোটগল্প- দেনা-পাওনা (শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-দেনা-পাওনা) → তার ছদ্মনাম-৯টি, ভানুসিংহ ঠাকুর, চৈনিক নাম- ‘চু তেন তান’</p>	<p>♥ যোগাযোগ (১৯২৯) সামাজিক উপন্যাস ট্রিক ⇒ যোগাযোগ কম কর ক ⇒ কুমুদিনী ম ⇒ মধুসূদন</p> <p>♥ শেষের কবিতা- (১৯২৯)-রোমান্টিক কাব্যধর্মী ট্রিক-অমিলে (বিচ্ছেদে/মনমালিন্য) শোক হয় অমি ⇒ অমিত ল ⇒ লাভণ্য শো ⇒ শোভনলাল</p>

ইনসেপশন টিমের উদ্যোগে ৪০ দিনে ৪০তম বিসিএস প্রস্তুতির পরিকল্পনা০৬

<p>ক ⇒ কেতকী সম্পূরক তথ্য-শেষের কবিতার ⇒ শেষের কবিতায় উপন্যাসে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। ⇒ এই উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি- “ফ্যাশনটা হলো মুখোশ,স্টাইল টা মুখশ্রী” “ কালের যাত্রার ধ্বনি কি শুনতে পাও?”</p>	<p>কাজী নজরুল ইসলাম - নাটক ট্রিক- বি (পড়ুন জি) মালা আপু বি→ বিলিমিলি (১৯৩০) মালা→ মধুমালা (১৯৬০) আ→ আলেয়া (১৯৩১) পু→ পুতুলের বিয়ে (১৯৩৩)</p>
<p>♦ ♦ ♦ ⇒ ছোটগল্পের কয়েকটি চরিত্র - ♥পোস্টমাস্টার== রতন ♣ছুটি = ফটিক Ω একরাত্রি = সুরবালা ♦ অপরিচিতা = কল্যাণী ◇ জীবিত ও মৃত = কাদম্বিনী (কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করির সে মরে নাই) ® হৈমন্তি = অপু, হৈমন্তি ♣ সমাপ্তি = মুন্যায়ী (“শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই চলে”) ♥ কাবুলিওয়ালা = খুকি, রহমত</p>	<p>♦ ♦ ♦ ♥ কাজী নজরুল- গল্পগ্রন্থ- ট্রিক- ব্যাথায় রিক্ত শিউলি ব্যাথায় ⇒ ব্যাথারদান (১৯২২) রিক্ত ⇒ রিক্তের বেদন (১৯২৫) (বাউগলের আত্মকাহিনী) শিউলি ⇒ শিউলিমালা (১৯৩১) (পদ্মগোখরা)</p>
<p>বিঃদ্যঃ</p>	<p>♦ ♦ ♦ তাহার নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলি Trick- BAP J VC B = বিশের বাঁশি (কাব্যগ্রন্থ-১৯২৪ সালে) A = অগ্নিবাণী (কাব্যগ্রন্থ- ১৯২২) P = প্রলয়শিখা (কাব্যগ্রন্থ-১৯৩০) J = যুগবাণী (১৯২২- প্রবন্ধ) V = ভাস্কর গান (কাব্যগ্রন্থ-১৯২৪) C = চন্দ্রবিন্দু (প্রবন্ধ)</p>
<p>নির্ব্বরের স্বপ্ন- কবিতা, কালান্তর ও পঞ্চভূত হলো- প্রবন্ধ</p>	<p>♦ ♦ ♦ তাহার প্রবন্ধ- যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, রাজবন্দীর জবানবন্দী (ফারসি শব্দ), চন্দ্রবিন্দু</p>
<p>পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হতে ২/১ টা আসেই। সুতরাং এ টু জেড পড়ুন।</p>	<p>♦ ♦ ♦ সম্পূরক তথ্য- ⇒ অগ্নিবাণী কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা প্রলয়োত্তাস, ২য় বিদ্রোহী, ৩য়= রক্তারক্ষার ধারিণীর মা ⇒ অগ্নিবাণী কাব্যটি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কে উৎসর্গ করেন (AB= Agnibina, B= Barindrokumar) ⇒ সম্বন্ধিত কাব্যটি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ কে ⇒ জীবন বন্দনা হচ্ছে তার কবিতা (বন্দীর বন্দনা-বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থ, ট্রিক= ২টা তে ডাবল বব আছে) ⇒ নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা-মুক্তি ⇒ কাজী নজরুলের রণ সঙ্গীত টি শিখা পত্রিকায় ‘নতুনের গান’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়-১৯২৮ সালে। ⇒ সম্পাদিত পত্রিকার ট্রিক -নধূলা ন = দৈনিক নবযুগ (১৯২২) ধূ = ধুমকেতু (১৯২২) লা = লাঙ্গল (১৯২৫) ⇒ নজরুলের ‘নারী’ কবিতাটি ‘সাম্যবাদী’, ‘দারিদ্র’ কবিতাটি সিন্ধু হিন্দোল কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।</p>

কাজী নজরুল ইসলাম

(১৮৯৯-১৯৭৬)

<p>♦ ♦ ♦ ⇒ কাজী নজরুল কে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়- ২৪ মে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে নিয়ে এসেই। ⇒ নাগরিকত্ব দেয়া হয়- ১৯৭৬ সালে, স্বাধীনতা পুরস্কার দেয়া হয়।</p>	<p>♦ ♦ ♦ উপন্যাস- তাহার উপন্যাস ৩টি যথা- ট্রিক- বামুক বা = বাঁধনহারা (১৯২৭- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র উপন্যাস) মৃ = মৃত্যুক্ষণ (১৯৩০) - ত্রিশালের কাহিনী ক = কুহেলিকা (১৯৩১)</p>
--	--

ইনসেপশন টিমের উদ্যোগে ৪০ দিনে ৪০তম বিসিএস প্রস্তুতির পরিকল্পনা০৭

বিভিন্ন লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-

◆◆◆	<p>পল্লীকবি জসীম উদদীন (১৯০৩-১৯৭৬)</p> <p>→ ফরিদপুরের তামুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবর কবিতাটি ১১৮ লাইনের কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, রাখালি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।</p> <p>→ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ‘রাখালি’ (১৯২৭) তবে তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম - ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন মিলফোর্ড ‘The Field of Embroidered Quilt’ নামে</p> <p>→ মাটির কান্না, ‘মা যে জননী কান্দে’ হলো কাব্যগ্রন্থ তার</p> <p>→ পদ্মাপাড়, বেদের মেয়ে, পল্লীবধু হলো তার বিখ্যাত নাটক।</p> <p>→ তার একমাত্র উপন্যাস হলো- ‘বোবা কাহিনী’</p>
◆◆◆	<p>প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)</p> <p>⇒ ছদ্মনাম - বীরবল, নীললোহিত, তিনি জীবনে ব্যাঠামি, সাহিত্যে ন্যাকামি সহ্য করতে পারতেন নাহ।</p> <p>⇒ বাংলা সাহিত্যে ইতালিয় সনেট+ বাংলা গদ্যে চলিত ভাষারীতির প্রবর্তন করেন তিনি।</p> <p>⇒ তিনি সবুজপত্র পত্রিকা সম্পাদনা করেন - ১৯১৪ সালে।</p> <p>⇒ তেল-নুন- লাকড়ী (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা’ হলো তার বিখ্যাত প্রবন্ধ।</p> <p>⇒ “জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো না কেন, তাহার আলো চারদিকে আলোক চারদিকে ছড়াইয়া পড়িবে”</p> <p>⇒ “ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে” (ভাষার কথা)</p> <p>⇒ “সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত” বই পড়া</p>

ফররুখ আহমদ
(১৯১৮-১৯৭৪)

◆◆◆	<p>→ ফররুখ আহমদ কে বলা হয় মুসলিম রেনেসার কবি বা ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি।</p> <p>→ ‘সাত সাগরের মাঝি’ (১৯৪৪) তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ, এতে ১৯ টি কবিতা রয়েছে।</p> <p>→ ‘পাঞ্জেরী’ (ফারসি শব্দ) তার একটি বিখ্যাত কবিতা।</p> <p>→ নৌফেল ও হাতেম’ (১৯৬১) এটি কাব্যনাট্য</p> <p>→ ‘হাতেমতাই (১৯৬৬) এর জন্য আদমজী</p>
-----	---

	<p>পুরস্কার।</p> <p>→ ‘মহুতের কবিতা’ (১৯৬৬) হলো তার একটি সনেট সংকলন।</p> <p>→ সিরাজুম মুনিরা’ (১৯৫২) অন্যতম কাব্যগ্রন্থ।</p>
--	--

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৭৬-১৯৩৮)

◆◆◆	<p>⇒ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম- ‘অপরাজেয় কথাশিল্পী, অনিলা দেবী।</p> <p>⇒ তার শ্রেষ্ঠ + আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস শ্রীকান্ত, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র এ উপন্যাসের।</p> <p>এ উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি “ বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়”</p> <p>⇒ তার প্রথম উপন্যাস ‘ বড়দিদি’ (১৯১৩)</p> <p>⇒ ‘পথের দাবী’ (১৯২৬) উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।</p> <p>⇒ তার অন্যান্য উপন্যাস পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে, চরিত্রহীন, দেবদাস, গৃহদাহ, দত্তা, অরক্ষণীয়া, বিরাজ বৌ, বিপ্রদাস, পণ্ডিতমশাই।</p> <p>⇒ সার্থক ছোটগল্প হলো মহেশ (১৯২৬) এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল- আমেনা, মহেশ (ষাড়), গফুর।</p>
◆◆◆	<p>শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস গুলির চরিত্র মনে রাখার কৌশল-</p> <p>♥ শ্রীকান্ত (৪ খণ্ডে বিভক্ত)</p> <p>ট্রিক- কুরাইশ কু = কুশরী রা = রাজলক্ষী ই = ইন্দ্রনাথ শ = শ্রীকান্ত</p> <p>♣ পল্লীসমাজ (১৯১৬)</p> <p>ট্রিক → পল্লীর রমণী ভাল হয়। পল্লীর = পল্লীসমাজ রম = রমেশ, বলরাম ণী = বেণী</p> <p>Ω গৃহদাহ (১৯২০)</p> <p>ট্রিক- বর্তমানে মহিম দা এর সুর অচল মহিম → মহিম দা → গৃহদাহ সুর → সুরেশ অচল → অচলা</p>

<p>♥ দেনা-পাওনা- ১৯২৩ ✓ফাঁদ-রবি ঠাকুরের (ছোটগল্প) কৌশল- দেনা-পাওনা হিসেবে জিনিষ দাও জী ⇒ জীবনানন্দ নি ⇒ নির্মল ষ ⇒ ষোড়শী ◇ শেষের পরিচয় (১৯৩৯)- অসমাপ্ত উপন্যাস কৌশল- শেষে পরিচয় দিবা সবার স = সবিতা বা = বাবু র = রমণী ছোটগল্প- ⇒ মন্দির প্রথম প্রকাশিত গল্প, এজন্য তিনি কুন্তলীন পুরস্কার পান। ⇒ বিলাসী (১৯২০), এ গল্পের বিখ্যাত চরিত্র হলো- ন্যাড়া, মৃত্যুঞ্জয়, বিলাসী। সহমরণ এর উল্লেখ আছে এ গল্পে। ⇒ তার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ হলো- ‘নারীর মূল্য’ (১৯২০) যা তিনি অনীলা দেবী ছদ্মনামে লিখেছেন।</p>	<p>⇒ ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত তার উপন্যাসের নাম - ‘আরেক ফাল্গুন’ (১৯৬৮) ⇒ ‘বরফ গলা নদী’ (১৯৬৯) তার একটি বিখ্যাত উপন্যাস। ⇒ চলচ্চিত্রের নাম- ‘কখনো আসেনি, সোনার কাজল, কাচের দেয়াল, সঙ্গম. বাহানা, বেছলা, আনোয়ারা, ইংরেজি ছবি- ‘Let there be Light’ ‘জীবন হতে নেয়া’ (১৯৭০) - এটি ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র। ⇒ তার একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ- সূর্যগ্রহণ (১৯৫৫)</p>
<p>আল মাহমুদ (গুরুত্বপূর্ণ লেখক) (১৯৩৬-২০১৯) ♦ ♦ ♦ জন্ম ⇒ ১১ জুলাই ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইলে। প্রকৃত নাম- মীর আব্দুস শাকুর আল মাহমুদ। মৃত্যু- ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে। ⇒ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো- লোক লোকান্তর (১৯৬৩), তবে তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল- ‘সোনালী কার্বিন’ (১৯৭৩) ⇒ ‘পানকৌড়ির রক্ত’ হলো তার বিখ্যাত- গল্পগ্রন্থ ⇒ বিখ্যাত কবিতা ‘নোলক’ আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে...’ ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস হলো- ডাহুকী (১৯৯২) উপমহাদেশ (১৯৯৩), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫)</p>	<p>সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) ♦ ♦ ♦ ⇒ তিনি ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে মারা যান। তাকে বলা হয় সব্যসাচী লেখক। ⇒ তার উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল- ট্রিক - শামসু দেয়াল হতে তরবারী নিলো, বিবির সাথে খেলে গেলো.... (কোপাকুপি-ব্যতিহার বহুব্রীহি)..... শামসু = শামসুর রহমান দেয়াল = দেয়ালের দেশ (প্রথম উপন্যাস) তরবারী = তুমি সেই তরবারী নিলো = নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন বিবির = আয়না বিবির পালা খেলে = খেলারাম খেলে যা ⇒ কাব্যনাট্য মনে রাখার কৌশল- ট্রিক- শামপান (নৌকা) শাম = শামসুর রহমান পা = পায়ের আওয়াজ পাঁয়া যায় ন = নুরুলদীনের সারা জীবন শামসুর রহমান ⇒ তার বিখ্যাত গল্পের নাম - তাস (১৯৫৪) আনন্দের মৃত্যু -(১৯৬৭) রক্ত গোলাপ (১৯৬৪) ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- একদা এক রাজ্যে (১৯৬১) পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০) আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত।</p>
<p>জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) ♦ ♦ ♦ ⇒ তার প্রকৃত নাম - আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ, ডাকনাম- জাফর। ⇒ তার প্রথম উপন্যাস - ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’ (১৯৬০) ⇒ ‘হাজার বছর ধরে’ (১৯৬৪) তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, এর জন্য তিনি আদমজি পুরস্কার লাভ করেন।</p>	

হুমায়ূন আহমেদ
(১৯৪৮-২০১২)

◆◆◆	<p>⇒ তিনি ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে কুতুবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় নাম ছিল শামসুর রহমান, ডাক নাম কাজল। ২৯ জুলাই ২০১২ সালে মারা যান, নুহাশপল্লিতে সমাহিত করা হয়।</p> <p>⇒ তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস মনে রাখার কৌশল-</p> <p>ট্রিক- আজ শুনি শ্যামল, সৌরভ ও অনিলের মুক্তির দিন।</p> <p>আ = আগুনের পরশমণি জ = জোসনা ও জননীর গল্প নি = নির্বাসন শ্যামল = শ্যামল ছায়া সৌরভ = সৌরভ অনিলের = অনিল বাগচারি একদিন দিন = সূর্যের দিন</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস-</p> <p>♥ নন্দিত নরকে (১৯৭০) ♥ শঙ্খনীল কারাগার (১৯৭৩) ♥ এইসব দিনরাত্রি ♥ আমার আছে জল ♥ গৌরিপুর জংশন ♥ দেয়াল (সর্বশেষ-২০১২)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত নাটক-</p> <p>আজ রবিবার বৃহন্নলা হিমু নক্ষত্রের রাত</p> <p>⇒ সর্বশেষ চলচ্চিত্র- ঘেটুপুত্র কমলা (২০১২)</p>
-----	---

সেলিনা হোসেন

◆◆◆	<p>সেলিনা হোসেনের বিখ্যাত উপন্যাস-</p> <p>⇒ জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২)</p> <p>◆ হাঙ্গর নদী থ্রেনেড (১৯৭৬)-মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত।</p> <p>◆ পোকা মাকড়ের বসতি (১৯৮৬)- দ্বীপের কাহিনী</p> <p>◆ কাঁটাতারের প্রজাপতি (১৯৯৮)- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত, ১১ নং সেক্টর এর অধিন নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবির (১ ডিসেম্বর ২০১৮) কথা এসেছে।</p> <p>◆ তার ত্রয়ী উপন্যাস- গায়েত্রী সন্ধা (৩ খণ্ডে)</p>
-----	---

শওকত ওসমান
(১৯১৭-১৯৯৮)

◆◆◆	<p>⇒ তার প্রকৃত নাম- শেখ আজিজুর রহমান</p> <p>⇒ তার রচিত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল-</p> <p>ট্রিক- জানে দুই ফোটা জল দে শওকত.....</p> <p>জা = জাহান্নাম হতে বিদায় -১৯৭১ নে = নেকড়ে অরণ্য -১৯৭৩ দুই = দুই সৈনিক জল = জলাঙ্গী -১৯৭৪</p> <p>শওকত = শওকত ওসমান</p> <p>⇒ তার অন্যান্য উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল</p> <p>ট্রিক -জননীর হাসিতে আদম শতাব্দের আতনাদ থাকেনা</p> <p>জননী = জননী (১৯৬২) ফাঁদ - জননী (১৯৩৫-উপন্যাস)- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসি == ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২)- তাতারী আদম = বনি আদম (১৯৪৩) শ = শওকত ওসমান আতনাদ = আতনাদ (১৯৮৫-ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ-</p> <p>♣ পিঁজরাপোল (১৯৫০)</p> <p>♥ জন্ম যদি তব বঙ্গে - (১৯৭৫-মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)</p> <p>◆ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (ফিলিপস পুরস্কার লাভ)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ- সংস্কৃতির চড়াই উত্থাই</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত নাটক</p> <p>ট্রিক - শোন কবি জন্মের মামলার তল পূর্ণ কাঁকরে ভরা.....</p> <p>শোন = শওকত ওসমান কবি = বাগদাদের কবি জন্মের = জন্ম- জন্মান্তর মামলার = আমলার মামলা তল = তরুর ও লক্ষর পূর্ণ = পূর্ণ স্বাধীনতা ও চূর্ণ স্বাধীনতা কাঁকরে = কাঁকর মনি</p>
-----	--

<p>জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)</p>	<p>মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)</p>																
<p>◆◆◆ ⇒ জীবনানন্দ দাশ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত কবি কুসুমকুমারী দাশ হলেন তার মা। তিনি পঞ্চপাণ্ডবের একজন। ২২ নভেম্বর ১৯৫৪ সালে মারা যান।</p> <p>⇒ তাকে বলা হয়- তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, ধূসরতার কবি, রূপসী বাংলার কবি।</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মনে রাখি কৌশলে- <u>ট্রিক</u>- জীবনের পাণ্ডুলিপি ঝরে পরলে পৃথিবীতে বনলতা সেনকে সাত বেলাও খুঁজে পাবে না.... জীবনের = জীবনানন্দ দাশ পাণ্ডুলিপি = ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) ঝরে = ঝরা পালক (প্রথম- ১৯২৭) পৃথিবীতে = মহাপৃথিবী (১৯৪৪) বনলতা সেন = বনলতা সেন (১৯৪২) সাত = সাতটি তারার তিমির বেলাও = বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)</p> <p>⇒ তার উপন্যাস গুলি মনে রাখি- <u>ট্রিক</u>- জীবনে মালের সুক দরকার (খিংক পজিটিভ) জীবনে = জীবনানন্দ দাশ মালের = মাল্যবান (১৯৭৩) সু = সুতীর্থ (১৯৭৪) ক = কল্যাণী (১৯৯৯)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত কবিতা- ♥ বনলতা সেন ♦ আবার আসিব ফিরে (রূপসী বাংলা) ♣ বাংলার তীরে-</p> <p>⇒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশ এর কবিতা গুলেও কে 'চিত্ররূপময়' কবিতা বলেছেন</p> <p>⇒ জীবনানন্দ দাশ 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন "সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি"</p>	<p>◆◆◆ ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল- <u>ট্রিক</u>- জননী শহরের দামী হাসপাতালে দিবারাত্রি আরোগ্য লাভ করার পর মানিক ও মাঝি কে অহিংসামূলক ইতিকথা বলল.... জননী = জননী (১৯৩৫- প্রথম উপন্যাস) শহরের = শহরতলী, শহরবাসের ইতিকথা দামী = সোনার চেয়ে দামী দিবারাত্রি = দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫) আরোগ্য = আরোগ্য (১৯৫৩) পর = ইতিকথার পরের কথা মানিক = মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝি = পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬)- পৌতম ঘোষ ছবি তৈরি করেছেন) অহিংসা = অহিংসা (১৯৪১) ইতিকথা = পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) ⇒ তার বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ- ♥ অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫) ♦ ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)</p> <p>Ω যেসব লেখকদের ২/৪ টা তথ্য জানলে হবে। সেগুলি নিচে আলোচনা করা হলো-</p> <table border="1"> <tr> <td>◆◆◆</td><td>আনোয়ার পাশা- রাইফেল-রোটি-আওরাত (১৯৭৩- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস)</td></tr> <tr> <td>◆◆◆</td><td>শাহ আব্দুল করিম -সাহিত্য কিশোরদ</td></tr> <tr> <td>◆◆◆</td><td>অদ্বৈত মল্লবর্মণ- তিতাস একটি নদীর নাম</td></tr> <tr> <td>◆◆◆</td><td>আব্দুল গাফফার চৌধুরী- পলাশী থেকে ধানমন্ডী (গাধা = গাফফার, ধা = ধানমন্ডী) ⇒ গান -আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে...</td></tr> <tr> <td>◆◆◆</td><td>আব্দুল মান্নান সৈয়দ- ছদ্মনাম ⇒ 'অশোক সৈয়দ'</td></tr> <tr> <td>◆◆◆</td><td>আব্দুল্লাহ আল মামুন- সুবচন নিবসনে (নাটক)</td></tr> <tr> <td>◆◆◆</td><td>আবু ইসাহাক- ⇒ সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫) ২য় বিশ্ব যুদ্ধ + পঞ্চাশের মনস্তত্ত্ব এর উপজীব্য বিষয়। চরিত্র- জয়গুন,হাসু, মায়মুনা। ⇒ পদ্মার পলিধীপ- (১৯৮৬)</td></tr> <tr> <td>◆◆◆</td><td>আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ- ⇒ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' ⇒ মাগো ওরা বলে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা, সজনে ডাটায় ভরে গেছে গাছটা)</td></tr> </table>	◆◆◆	আনোয়ার পাশা- রাইফেল-রোটি-আওরাত (১৯৭৩- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস)	◆◆◆	শাহ আব্দুল করিম -সাহিত্য কিশোরদ	◆◆◆	অদ্বৈত মল্লবর্মণ- তিতাস একটি নদীর নাম	◆◆◆	আব্দুল গাফফার চৌধুরী- পলাশী থেকে ধানমন্ডী (গাধা = গাফফার, ধা = ধানমন্ডী) ⇒ গান -আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে...	◆◆◆	আব্দুল মান্নান সৈয়দ- ছদ্মনাম ⇒ 'অশোক সৈয়দ'	◆◆◆	আব্দুল্লাহ আল মামুন- সুবচন নিবসনে (নাটক)	◆◆◆	আবু ইসাহাক- ⇒ সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫) ২য় বিশ্ব যুদ্ধ + পঞ্চাশের মনস্তত্ত্ব এর উপজীব্য বিষয়। চরিত্র- জয়গুন,হাসু, মায়মুনা। ⇒ পদ্মার পলিধীপ- (১৯৮৬)	◆◆◆	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ- ⇒ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' ⇒ মাগো ওরা বলে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা, সজনে ডাটায় ভরে গেছে গাছটা)
◆◆◆	আনোয়ার পাশা- রাইফেল-রোটি-আওরাত (১৯৭৩- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস)																
◆◆◆	শাহ আব্দুল করিম -সাহিত্য কিশোরদ																
◆◆◆	অদ্বৈত মল্লবর্মণ- তিতাস একটি নদীর নাম																
◆◆◆	আব্দুল গাফফার চৌধুরী- পলাশী থেকে ধানমন্ডী (গাধা = গাফফার, ধা = ধানমন্ডী) ⇒ গান -আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে...																
◆◆◆	আব্দুল মান্নান সৈয়দ- ছদ্মনাম ⇒ 'অশোক সৈয়দ'																
◆◆◆	আব্দুল্লাহ আল মামুন- সুবচন নিবসনে (নাটক)																
◆◆◆	আবু ইসাহাক- ⇒ সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫) ২য় বিশ্ব যুদ্ধ + পঞ্চাশের মনস্তত্ত্ব এর উপজীব্য বিষয়। চরিত্র- জয়গুন,হাসু, মায়মুনা। ⇒ পদ্মার পলিধীপ- (১৯৮৬)																
◆◆◆	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ- ⇒ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' ⇒ মাগো ওরা বলে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা, সজনে ডাটায় ভরে গেছে গাছটা)																

ইনসেপশন টিমের উদ্যোগে ৪০ দিনে ৪০তম বিসিএস প্রস্তুতির পরিকল্পনা ০১১

◆◆◆	<p>আবু জাফর শামসুদ্দীন-</p> <p>⇒ মুক্তি (উপন্যাস) (ফাঁদ - কাজী নজরুলের প্রথম কবিতা)</p> <p>⇒ পদ্মা- মেঘনা যমুনা (উপন্যাস) ট্রিক = যমজ (যমুনা= য , মেঘনা= ম , জাফর = জ)</p> <p>⇒ দেয়াল = উপন্যাস</p> <p>ফাঁদ - হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস (সর্বশেষ)</p> <p>♥ ত্রয়ী উপন্যাস</p> <p>ট্রিক = ভাজ কর ভা = ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান জ = আবু জাফর, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা (য়) কর = সংকর সংকীর্তন</p>	◆◆◆	<p>এস. ওয়াজেদ আলী</p> <p>⇒ তার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম - ভবিষ্যতের বাঙালি</p> <p>⇒ তার একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম- ‘খানাদার শেষ বীর’ (১৯৪০)</p>
◆◆◆	<p>আবুল মনসুর আহমদ-</p> <p>⇒ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯)</p> <p>⇒ শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২)</p> <p>⇒ জীবনস্মৃতি (উপন্যাস)</p> <p>ফাঁদ- নজরুলের মৃত্যুস্মৃতি (উপন্যাস-১৯৩০)</p>	◆◆◆	<p>আখতারুজ্জামান ইলিয়াস</p> <p>⇒ ‘চিলে কোঠার সেপাই’ হলো ৬৯’ গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস।</p> <p>⇒ ‘খোয়াবনামা’ তার বিখ্যাত উপন্যাস</p> <p>⇒ ‘দুধে ভাতে উৎপাত’ তার একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ।</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত গল্প হলো- ‘মিলির হাতে স্টেনগান’, ‘রেইনকোট’।</p> <p>⇒ ‘সংস্কৃতির ভাঙসেতু’ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন</p>
◆◆◆	<p>আহসান হাবীব-</p> <p>⇒ অরণ্যের নীলমা (১৯৬২), জাফরানী রং পায়রা হলো তার ২টি বিখ্যাত উপন্যাস। ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ তার একটি বিখ্যাত শিশু সাহিত্য</p>	◆◆◆	<p>⇒ ‘হুতোমপ্যাঁচা’ বলা হয়- কালীপ্রসন্ন সিংহ কে</p>
◆◆◆	<p>আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)</p> <p>⇒ তার একটি বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম হলো ‘বিশ শতকের বাঙালি’ (১৯৯৮)।</p> <p>⇒ তিনি ‘বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান’ এর সম্পাদক ছিলেন।</p> <p>⇒ তিনি মারা যান ১৯৯৯ সালে।</p>	◆◆◆	<p>কুসুমকুমারী দাশ</p> <p>⇒ তিনি হলেন- জীবনানন্দ দাশের মা</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত কবিতা হলো - ‘আদর্শ ছেলে’ (আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে..)</p>
◆◆◆	<p>আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি হলো- অলাতচক্র (মুক্তিযুদ্ধ বিত্তিক), গাভী বৃত্তান্ত, অর্ধেক নারী অর্ধেক ইশ্বরী।</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ হলো- জাহ্নত বাংলাদেশ (১৯৭১), শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য (১৯৮৯) যদ্যপি আমার গুরু (১৯৯৭)</p>	◆◆◆	<p>কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উক্তি-</p> <p>“কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ, উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?....</p> <p>⇒ “যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি, আশুগৃহে তার দেখিবে না আর নিশীতে প্রদীপ বাতি”</p> <p>⇒ “চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে। কী যাতনা বিঘে, বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।”</p>
◆◆◆	<p>আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস হলো- ‘তেইশ নম্বর চলচ্চিত্র’ (১৯৬০), স্মৃতি ও আশা (১৯৬৪)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত কবিতা হলো ‘মানচিত্র’</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত নাটকের নাম ‘হিজল কাঠের নৌকা’</p>	◆◆◆	<p>গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)</p> <p>তার উপাধি হলো- ‘কাব্য সুধাকর’</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো- ‘রক্তরাগ’, খোশরোজ, সাহারা, হাসনাহেনা, বুলবুলিস্তান, বনি আদম</p> <p>⇒ তার জীবনীগ্রন্থ- ‘বিশ্বনবী’, ‘মরুদুলাল’</p>
◆◆◆	<p>⇒ এমআর আখতার মুকুল এর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আমি বিজয় দেখেছি’</p>	◆◆◆	<p>⇒ প্রবাসের দিনগুলো (১৯৯২) হলো- জাহানারা ইমাম এর রচনা।</p> <p>⇒ ‘একাত্তরের দিনগুলি’ হলো মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত তার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ।</p>

ইনসেপশন টিমের উদ্যোগে ৪০ দিনে ৪০তম বিসিএস প্রস্তুতির পরিকল্পনা০১২

◆◆◆	<p>তারাক্ষর বন্দোপাধ্যায়</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি হলো- 'ধাত্রীদেবতা, জলসাঘর, কবি, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম', হাসুলি বাকের উপকথা', একটি কালো মেয়ের কথা (মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত)</p> <p>⇒ তার ত্রয়ী উপন্যাস হলো- মনে রাখার ট্রিক- ধাপপ = (ধাত্রীদেবতা ১৯৩৯, গণদেবতা ১৯৪২, পঞ্চগ্রাম ১৯৪৩)</p>	<p>⇒ তার উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল- ট্রিক- অনি একটায় এলো অ = অক্টোপাস নি = নিয়ত মন্তাজ এক = অদ্ভুত আঁধার এক এলো = এলো সে অবেলায়</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত কবিতা- আসাদের শার্ট, স্বাধীনতা তুমি ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা' ⇒ তার বিখ্যাত শিশুতোষ বই- এলাটিং বোলাটিং, ধান ভাঙলে কুড়োঁ দিব।</p>
◆◆◆	<p>তাহমিমা আনাম</p> <p>⇒ তাহমিমা আনাম এর ত্রয়ী উপন্যাস- 'এ গোল্ডেন এজ, দ্যা গুড মুসলিম, দ্য বোনস অফ হ্রেস'</p>	
◆◆◆	<p>দক্ষিণারঞ্জন মিত্র</p> <p>⇒ তার ছদ্মনাম - দৃষ্টিহীন কবি ⇒ 'ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে' হলো তার বিখ্যাত রূপকথার গল্প</p>	<p>◆◆◆</p> <p>শাহ আবদুল করিম-</p> <p>⇒ তাকে বলা হয়- বাউল স্রষ্টা। তার জনপ্রিয় কিছু গান- ◆ 'বসন্তে বাতাসে সহীগো বসন্তে বাতাসে,তোমা বাড়ি ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে- ◆ "আগে কি সুন্দর নি কাটাইতাম...." ◆ "কোন মিস্তিরি নাও বানাইছে... ◆ "গাড়ি চলে না চলে নারে..... ◆ সখি কুঞ্জ সাজাও গো... ◆ রঙ এর দুনিয়া তরে চায় না...</p>
◆◆◆	<p>দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-</p> <p>⇒ সমবেত কণ্ঠসংগীত ও বাংলা নাটকে সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্রের স্রষ্টা তিনি। ⇒ তার ঐতিহাসিক নাটক হলো- তারাবাসি, রাজা প্রতাপসিংহ, নূরজাহান, মেবার পতন, সোহরাব রুম্ম (১৯০৮), ♥সাজাহান- স্রষ্টা শাহজাহান কে নিয়ে তিনিই প্রথম নাটক লেখেন। 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' এ নাটকের গান।</p>	<p>◆◆◆</p> <p>শেখ ফজলুল করিম-</p> <p>⇒ তার উপাধি- 'সাহিত্যবিশারদ' ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস- 'লাইলী মজনু' (১৯০৪) ⇒ তার বিখ্যাত উক্তি- "কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর, মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর"</p>
◆◆◆	<p>শহীদুল্লাহ কায়সার</p> <p>⇒ সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫)- তার বিখ্যাত উপন্যাস। ⇒ 'রাজবন্দীর রোজনাচা' (১৯৬২) হলো তার- স্মৃতিকথা ফাঁদ- (কারাগারের রোজনাচা -শেখ মুজিবুর রহমানের)</p>	<p>◆◆◆</p> <p>সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়</p> <p>⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনী তিনিই লিখেছেন- পালানমৌ ⇒ তার বিখ্যাত উক্তি- "বনেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোড়ে"</p>
◆◆◆	<p>শামসুর রহমান</p> <p>(১৯২৯-২০০৬) ⇒ পাড়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মজলুম আদিব বা বিপন্ন লেখক' কবিতা লিখেছেন ⇒ তার বিখ্যাত কাব্য- প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির হতে', বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, ইকারসের আকাশ, উদ্ভট উঠের পিঠে চলছে স্বদেশ'</p>	<p>◆◆◆</p> <p>সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত</p> <p>⇒ তাকে বলা হয়- হৃন্দের যাদুকর ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- কুহ ও কেকা ⇒ তার বিখ্যাত কবিতা- 'মেথর'- ফারসি শব্দ</p>
◆◆◆	<p>শামসুর রহমান</p> <p>(১৯২৬-১৯৪৭) ⇒ গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বলা হয় - কিশোর কবি ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- ছাড়পত্র (১৯৪৭), ঘুম নেই (১৯৫০), পূর্বাভাস (১৯৫০), মিঠেকড়া (১৯৫১), অভিযান (১৯৫৩) হরতাল (১৯৬২)।</p>	<p>◆◆◆</p> <p>সুকান্ত ভট্টাচার্য</p> <p>(১৯২৬-১৯৪৭) ⇒ গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বলা হয় - কিশোর কবি ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- ছাড়পত্র (১৯৪৭), ঘুম নেই (১৯৫০), পূর্বাভাস (১৯৫০), মিঠেকড়া (১৯৫১), অভিযান (১৯৫৩) হরতাল (১৯৬২)।</p>

ইনসেপশন টিমের উদ্যোগে ৪০ দিনে ৪০তম বিসিএস প্রস্তুতির পরিকল্পনা ০১৩

	<p>ট্রিক- পত্রে কড়া হরতাল ও অভিযানের পূর্বাভাস পেয়ে ঘুমেনেই সুকান্তের...</p> <p>পত্রে = ছাড়পত্র</p> <p>কড়া = মিঠে কড়া</p> <p>হরতাল = হরতাল</p> <p>অভিযানের = অভিযান</p> <p>পূর্বাভাস = পূর্বাভাস</p> <p>সুকান্ত = সুকান্ত ভট্টাচার্য</p>	◆◆◆	<p>সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)</p> <p>⇒ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি আনুবাদক তিনি। ‘ইডিপাস’ তার অনুবাদ গ্রন্থ।</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ-</p> <p>◆ একক সন্ধায় বসন্ত (১৯৬৪)</p> <p>◆ অনেক আকাশ (১৯৫৯)</p> <p>◆ সহসা সচকিত (১৯৬৫)</p>
◆◆◆	<p>সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)</p> <p>⇒ তাকে বলা হয়- জননী সাহসিকা</p> <p>⇒ তার প্রথম গল্পের নাম - ‘সৈনিক বধু’</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত কাব্য-</p> <p>সাঁঝের মায়া (১৯৩৮-প্রথম), মায়া কাজল (১৯৫৫), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), অভিযাত্রিক (১৯৬৯)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত গল্পের নাম - কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)</p> <p>⇒ তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা- ‘একাত্তরের ডায়েরী’</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত ২টি কবিতা হলো- তাহারেই পড়ে মনে’, রূপসী বাংলা (আগের স্বামী নাকি-হাহা)</p>	◆◆◆	<p>সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি মনে রাখি-</p> <p>ট্রিক- রাজা নূরের ফিতা</p> <p>রা = রায়নন্দিনী</p> <p>জা = জাহানারা</p> <p>নূরের = নূরউদ্দিন</p> <p>ফি = ফিরোজা বেগম</p> <p>তা = তারাবাদী</p> <p>⇒ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী এর বিখ্যাত কাব্য-অনলপ্রবাহ যা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।</p> <p>⇒ তার রচিত মহাকাব্য এর নাম -স্পেনবিজয় কাব্য</p>
◆◆◆	<p>সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস-</p> <p>অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শবনম (১৯৬০)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত ছোটগল্প- চাচা কাহিনী ১৯৫২)</p> <p>টুনিমেম (১৯৬৩)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত গল্প-রসগোল্লা, ধূপছায়া, রাজা উজির</p> <p>⇒ তার রম্যরচনা- পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী</p>	◆◆◆	<p>সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)</p> <p>⇒ তার রচিত উপন্যাস</p> <p>♥লালসালু (১৯৪৮) এটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়-‘Tree without Roots’</p> <p>♥দি আগলি এশিয়ান- ১৯৬৮</p> <p>♥ চাঁদের অমাবস্যা - ১৯৬৪</p> <p>♥ কাদো নদী কাঁদো - ১৯৬৮</p> <p>♥ শিম কিভাবে রান্না করতে হয়-</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত ছোটগল্পের নাম -নয়নচারা (১৯৫১)</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত নাটক-</p> <p>ট্রিক- পীর সুড়ঙ্গ ওয়াল ভেঙ্গে উজানে এল</p> <p>পীর = বহিপীর (১৯৬০),</p> <p>সুড়ঙ্গ = সুড়ঙ্গ</p> <p>ওয়াল = ওয়ালীউল্লাহ</p> <p>ভেঙ্গে = তরঙ্গভঙ্গ</p> <p>উজানে = উজানে মৃত্যু</p>
◆◆◆	<p>সেলিম আল দীন</p> <p>⇒ ‘গ্রাম থিয়েটার’ এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি।</p> <p>⇒ তার নাট্যগ্রন্থ মনে রাখার কৌশল-</p> <p>ট্রিক- বামুন হয়ে শকুন্তলার মন কে হুদাই পাওয়ার জন্য কিতন হর (বরিশাইল্লা ভাষা) না ভালবেসে.....</p> <p>বা = বাসন</p> <p>মুন = মুনতাসির ফ্যান্টাসী</p> <p>শকুন্তলার = শকুন্তলা</p> <p>মন = যৈবতী কন্যার মন</p> <p>কে = কেরামতমঙ্গল</p> <p>হুদাই = হাতহুদাই</p> <p>পাওয়ার = বনপাংশুর</p> <p>কিতন = কিতনখোলা</p> <p>হর = হরগজ</p>		

	<p>মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)</p> <p>⇒ মুনীর অপটিমা' নামক টাইপরাইটার আবিষ্কারক ⇒ তার বিখ্যাত নাটক- কবর - ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক (রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে লিখেন) ⇒ রক্তাক্ত প্রান্তর- পানিপথের ওয় যুদ্ধ (১৭৬১) 'মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেচে থাকলে বদলায়' ⇒ অনুবাদ নাটক- ♥ মুখরা রমণী বশীকরণ- 'Shakespeare taming of the Srew' ♥</p>		<p>⇒ তার রচিত ত্রয়ী উপন্যাস- ◇ দক্ষিণায়ণের দিন (১৯৮৫-দদ ♥ কুলায় কালশ্রোত (১৯৮৬) = কক ♦ পূর্বরাত্রি পূর্বদিন (১৯৮৬) = পপ (মনে রাখুন-শওকত এর ডাবল অক্ষর)</p>
♦ ♦ ♦	<p>নূরুল মোমেন</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত নাটক- ♥ নেমেসিস (১৯৪৮) ♣ রূপান্তর (১৯৪৭) ♦ নয়া খান্দান (১৯৬২) ⇒ তার বিখ্যাত রম্যরচনা হল- হিং টিং ছট</p>	♦ ♦ ♦	<p>মামুনুর রশীদ</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত নাটক - ♥ ওরা কদম আলী (১৯৭৮) ♦ ইবলিশ (১৯৮২)</p>
♦ ♦ ♦	<p>নবীনচন্দ্র সেন</p> <p>⇒ তার ত্রয়ী উপন্যাস- কু চরিত্র প্রভার কু = কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩০) প্রভা = প্রভাস (১৮৯৬) র = রৈবতক (১৮৮৭) (নামের সাথে মিলে কষ্ট পাবেন নাহ)</p>	♦ ♦ ♦	<p>বিষ্ণু দে-</p> <p>⇒ তিনি পঞ্চপাণ্ডবের একজন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম হলো- উর্বশী ও অর্জুন -১৯৩৩ চোরাবালি -১৯৩৭ (ফাঁদ- চোখের বালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস)</p>
♦ ♦ ♦	<p>নির্মালেন্দু গুণ (১৯৪৫-)</p> <p>⇒ তাকে বলা 'বাংলাদেশের কবিদের কবি' ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- ⇒ প্রেমাত্মক রক্ত চাই (১৯৭০) না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২) চৈত্রের ভালবাসা (১৯৭৫) চাষাভুষার কাব্য (১৯৮১) বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮) ⇒ তার বিখ্যাত কবিতা - ♥ হুলিয়া (আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর) ♣ স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো।</p>	♦ ♦ ♦	<p>সুধীন্দ্রনাথ দত্ত</p> <p>⇒ তার সাহিত্যকর্ম মনে রাখি অসাধু- অ = অর্কেষ্ট্রা (১৯৩৫) সাধু = সুধীন্দ্রনাথ দত্ত</p>
♦ ♦ ♦	<p>শওকত আলী</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস- ◇ পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৪) ♦ 'যাত্রা' -১৯৭৬ (মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত) ♥ প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪) ওয়ারিশ (১৯৮৯) উত্তরের খেপ (১৯৯২)</p>	♦ ♦ ♦	<p>অমীয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)</p> <p>ট্রিক ⇒ চক্রবর্তী খসড়া মাটির দেয়ালে শেষ উপহার অমর (চীর) ইমেজ তৈরি করলো আংটি বদলে পারাপার হওয়ায়.. চক্রবর্তী = অমীয় চক্রবর্তী খসড়া = খসড়া মাটির দেয়ালে = মাটির দেয়াল শেষ = অনিশেষ উপহার = উপহার অমর = অমরাবতী ইমেজ = পুষ্টিপত ইমেজ বদলে = পালাবদল পারাপার = পারাপার</p>
♦ ♦ ♦		♦ ♦ ♦	<p>বুদ্ধদেব বসু</p> <p>⇒ তিনি পঞ্চপাণ্ডবের একজন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম হলো- ♥ মর্মবাণী (১৯২৫) (ফাঁদ -যুগবাণী- প্রবন্ধ কাজী নজরুল ইসলামের) ♥ বন্দীর বন্দনা (১৯৩০) -২টাতে ডাবল ব আছে বুদ্ধদেব বসু = বন্দীর বন্দনা (ফাঁদ- জীবন বন্দনা- কবিতা-কাজী নজরুল)</p>

	<p>⇒ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ- হটাং আলোর বলকানি (১৯৩৫)</p> <p>⇒ তার উপন্যাস মনে রাখার কৌশল- ট্রিক -তিথি নির্জনে সাড়া দেয় নি... তিথি = তিথিডোর (১৯৪৯) নির্জনে = নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১) সাড়া = সাড়া (প্রথম- ১৯৩০)</p>
◆◆◆	<p>নীলিমা ইব্রাহিম</p> <p>⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস- 'বিশ শতকের মেয়ে' ⇒ তার বিখ্যাত কথানাট্য- আমি বীরঙ্গনা বলছি</p>
◆◆◆	<p>মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক</p> <p>⇒ তাকে বলা হয় - শান্তিপুত্রের কবি ⇒ তার সম্পাদিত পত্রিকার নাম- 'মোসলেম ভারত' মোজাম্মেল এর = ম মোসলেম এর = ম ২টাতে ম আছে ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস - জোহরা (১৯২৯)</p>
◆◆◆	<p>হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়</p> <p>⇒ তাকে বলা হয় - বাংলার মিল্টন ⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা তিনি । তার রচিত মহাকাব্য হলো- "বৃত্তসংহার"</p>

ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়-

মোঃ হাছেন আলী

ইনসেপশন দাবান্নিকেশনের বইমন্ডুহ

ইনসেপশন ডাইজেস্ট

ইনসেপশন সুপার মডেল টেস্ট এন্ড সাপ্লিমেন্টারি

ইনসেপশন রিসেন্ট

ইনসেপশন প্লাস ১৬০/-

Better Sound Through Research